304

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ JUL 16 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে

দৈনিক সংবাদপত্রের বদৌলতে জানতে পারলাম যে, সদাশয় সরকার গত অর্থ বছরে ৩ কোটি টাকার সৃজনশীল বই ৫শ' কলেজ লাইব্রেরীর জন্য কিনে দিয়েছেন। এবার অর্থাৎ চলতি অর্থ বছরেও অনুরূপ অংকের বই কিনে দিতে যাচ্ছেন। খবরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গত অর্থ বছরের সৃজনশীল বই কিনে দেয়ার পর বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ টেক্সট বই কিনে দেয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। এতে সহজেই অনুমেয় যে, সৃজনশীল বইয়ের চেয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের টেক্সট বইয়ের প্রয়োজনীয়তা কত বেশী। তাই মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে, এ বছর ৩ কোটি টাকার যেসব বই কেনা হবে তার মধ্যে কিছু টেক্সট বইও থাকবে। কিন্তু 'কিছু' এই শব্দটি এই ক্ষেত্রে খুবই নাজুকতা সৃষ্টি করেছে। কারণ প্রত্যেকটি কলেজ- লাইব্রেরীতে টেক্সট বুক ও রেফারেন্স বইয়ের তীব্র অভাবের কথা আমরা সবাই কমবেশী জানি। এমতাবস্থায় এতো বিপুল অঙ্কের টাকার সৃজনশীল বই না কিনে (যেহেতু গত অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত পুরো ৩ কোটি টাকারই গল্পের বই কেনা হয়েছে) শিক্ষার্থীদের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত পুরো টাকায় টেক্সট বুক ও রেফারেন্স বই কেনাই বাঞ্ছনীয় হবে বলে আমরা মনে করি। একান্তই যদি কোনো কারণে সৃজনশীল বই কিনতেই হয়, তাহলে বরাদ্দকৃত টাকার ১০%-এর বেশী যেন কোনভাবেই কেনা না হয়। লক্ষণীয় যে, সৃজনশীল বইয়ের প্রয়োজনীয়তার চেয়ে সমাজ জীবনে যেসব বইগুলোর বেশী প্রয়োজন রয়েছে, টেক্সট বইয়ের পাশাপাশি সেসব বই কেনা এবং স্কুল-কলেজ লাইব্রেরীতে রাখা জাতীয় স্বার্থেই একান্ত প্রয়োজন। যেমন— দাম্পত্য এবং সামাজিক জীবনে কলহ-দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য পারিবারিক আদালতের আইন সম্বন্ধে আমাদের যেমনি জানা দরকার, তেমনি সম্পত্তি হস্তান্তর সম্বন্ধীয় কলহ-বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য হস্তান্তর আইন সম্বন্ধেও আমাদের জানা দরকার। সুতরাং, দেশ তথা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে এই জাতীয় বইগুলোও যেন সদাশয় সরকার কর্তৃক স্কুল-কলেজ লাইব্রেরীতে সরবরাহ করা হয় তার প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—আহমদ দিদারুল কবীর
১২৩, মধ্য বাসাবো, ঢাকা